দৈনিক সংবাদ

তারিখ 28 AUG 1997
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির খসড়া সুপারিশ ঃ সংশ্লিষ্ট ভাবনা

প্রীতি কুমার মিত্র

১৩ই জুলাই সংবাদ-এ রাশেদ আহমদের প্রতিবেদন থেকে জানা গেল শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি জাতীয় শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য হিসেবে 'ধর্ম-নিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক ও নারী-পুরুষ বৈষম্য বিলোপের চেতনা উর্ধ্বে তুলে ধরা'কে বেছে নিয়েছে। উচ্চশিক্ষাও হবে 'ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন, সম্পূর্ণ সমাজমুখী, উদারনৈতিক, মানবমুখী ও প্রগতিশীল।' নিঃসন্দেহে সুখবর। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এই উত্তম লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য শি· নী· প্র· কমিটির সদস্যদের জানাই আন্তরিক সাধুবাদ।

তবে প্রতিবেদনের অন্যান্য অংশে এমন কিছু খবর রয়েছে যা উক্ত লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে কারিগরি শিক্ষাকে 'সর্বাধিক গুরুত্ব' দেয়া। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা হচ্ছে মাধ্যমিক (৮ম-১২শ) স্তরীয় শিক্ষার চারটি ভাগের একটি। অর্থাৎ বাকি তিনটি- সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা, ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা- কম গুরুত্ব পেতে যাচ্ছে। এতে মাদ্রাসা শিক্ষার নেট কোন ক্ষতি হওয়ার আশংকা নেই। কারণ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়েও মাদ্রাসা শিক্ষার বিষয়াবলি যথেষ্ট আদৃত। সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে শি· নীপ্র· কমিটির প্রতিনিধিরা রাষ্ট্রপতিকে জানিয়েও এসেছেন, 'স্কুলগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষা অব্যাহত থাকবে।' (সংবাদ, ৯ই জুলাই, পৃ ১২)। যদিও উক্তিটি একটু অস্পষ্ট তবু 'অব্যাহত' শব্দের তাৎপর্যে মনে হচ্ছে বর্তমান ব্যবস্থাই বহাল থাকবে। অর্থাৎ স্কুলে প্রত্যেক বিদ্যার্থী তার নিজ সম্প্রদায়গত ধর্ম অবশ্য পাঠ্য হিসেবে পড়তে বাধ্য থাকবে এবং তা এখন, মাধ্যমিক স্তর সম্প্রসারিত হওয়ায়, দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত চালু হবে।

অতএব শিক্ষানীতির প্রায়োগিক স্তরে সাম্প্রদায়িক ধর্ম শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা সর্বাধিক গুরুত্ব পাবে, সাধারণ শিক্ষার অন্তর্গত মানববিদ্যা থাকবে অবহেলিত। অথচ উপরে শিক্ষানীতির যে লক্ষ্যের উল্লেখ করা হয়েছে তা কিন্তু সম্পূর্ণ মানববিদ্যার বিষয়ীভূত। ধর্মনিরপেক্ষতা, অসাম্প্র-দায়িকতা, নারীপুরুষ সমতা, সমাজ-সচেতনতা, মানবমুখীনতা ... শৈলীটি হবে সেক্যুলার-ক্রিটিক্যাল-কম্পারেটিভ-অর্থাৎ পার্থিব, সমালোচনা-ত্মক ও তুলনামূলক। কোন একটি বিশেষ ধর্মের একতরফা ও প্রচারণামূলক উপস্থাপনা, যা বর্তমানে প্রচলিত স্কুলপাঠ্য বইগুলোতে দেখা যায়, সে রকম একদেশদর্শী শিক্ষার জন্য মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন দেশে অনেক আছে। স্কুল-কলেজকে সে কাজে ব্যবহার করা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। 'ধর্ম' প্রাথমিক স্তরের একাংশে বাধ্যতামূলক রাখা যেতে পারে যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী বাংলাদেশে প্রচলিত চারটি প্রধান ধর্ম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কথাগুলো জেনে নিতে পারে এবং পৃথিবীতে প্রচলিত অন্য গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় পায়। মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব স্তরে ধর্ম অবশ্যই ঐচ্ছিক হতে হবে। সেখানে আগ্রহী শিক্ষার্থীরা বিশ্বের ধর্মীয় ট্রেডিশনগুলোর তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণের সাথে পরিচিত হতে পারবে।

ধর্মের এ ধরনের অধ্যয়ন মানববিদ্যার অন্তর্গত। আগেই বলেছি মানববিদ্যার অনুশীলন ছাড়া উদার, অসাম্প্রদায়িক, মানবতাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটতে পারে না। তাই শিক্ষানীতির ঘোষিত লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য উদার মানববিদ্যার চর্চাকে যথোচিত গুরুত্ব দিতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কারিগরি বিদ্যা তো নয়ই, এমন কি বিজ্ঞানও পারে না মানুষের মনের গভীরে প্রোথিত ধর্মীয় সংস্কার ও প্রগতিবিরোধী প্রবণতা রুখতে। প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষায়তন-গুলোতেই মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার প্রাদুর্ভাব বেশি। এর প্রধান কারণ বাল্য বয়সে সাম্প্রদায়িক ধর্মশিক্ষা নেয়ার পর মানববিদ্যাকে পাশ কাটিয়ে শুধু প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আয়ত্ব করতে মনোনিবেশ করা। ইতিহাস-সাহিত্য-দর্শনেরউদারায়ণ প্রক্রিয়ার বাইরে থাকার ফলে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও মৌলবাদের অদ্ভুত সহাবস্থান দেখা যায় অনেক গুণী ব্যক্তির মধ্যে।

ধর্মশিক্ষার মত প্রকৃত বিজ্ঞান শিক্ষাও মানবমুখী হতে হয়। বলা হয়ে থাকে মানুষের জন্যই ধর্ম, ধর্মের জন্য মানুষ নয়। একইভাবে বলা দরকার মানুষের জন্যই বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের জন্য মানুষ নয়। এবং মানুষের জন্যই প্রযুক্তি ... জন্য বহু শৃংখলার বিদ্যাচর্চা চালু থাকলেও মানবকীর্তির সাধারণ ও সংহত পরিচয় মেলে একমাত্র ইতিহাসে, বিশেষত সভ্যতার ইতিহাসে। সুতরাং মোক্ষম টেকনিক হচ্ছে ইতিহাসকে বাধ্যতামূলক সাধারণ পাঠ হিসেবে রাখা। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে দেশের তথা উপমহাদেশ ও আধুনিক পাশ্চাত্যের ইতিহাস সকল শিক্ষার্থীর কাছে পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করতে হবে। স্নাতক স্তরেও সকল বিদ্যায়তনে রূপরেখাকারে সভ্যতার ইতিহাস বাধ্যতামূলক করা বাঞ্ছনীয়, যেমনটি আছে জ্ঞানবিজ্ঞান ও গণতন্ত্রের মহাপীঠস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তাহলে দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর চেতনা অপেক্ষাকৃত সংস্কারমুক্ত হয়ে শি· নী· প্র· কমিটির উচ্চ আদর্শকে ধারণ করতে সক্ষম হবে এবং ওই লক্ষ্যও বহুলাংশে বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়।

ভাষা ও অংকের মত ইতিহাসকে একটি অবশ্য পাঠ্য বিষয় হিসেবে দেখা হয় প্রায় সকল দেশেই। তাই প্রায় সর্বত্রই মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ইতিহাস আবশ্যিক বিষয়। বাংলাদেশ এই নিয়মের একটা বিকট ব্যতিক্রম। বৃটিশ ও পাকিস্তানি উপনিবেশিক আমলেও যে ভাল জিনিসটি ছিল, স্বাধীনতার পর তা পরিত্যক্ত হয় ঃ ইতিহাসের বদলে বাধ্যতামূলক করা হয় সাম্প্রদায়িক ধর্মশিক্ষা। বৈধতাবিহীন সংসদে পুনঃ পুনঃ সংবিধানের বিকৃতি ঘটিয়ে রাষ্ট্রটিকেই যেমন ধর্মের কাছে জিম্মি করে ফেলা হলো, তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রেও সেই একই নীতির প্রয়োগ করে স্কুলে ইতিহাসকে বিদায় দিয়ে ধর্মশিক্ষা আবশ্যিক করা হয়েছে। এক গভীর মূঢ়তাই শুধু নয়, জাতির আত্মপরিচয় ভুলিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্রও এই হঠকারিতার পেছনে কাজ করেছে বলে মনে হয়। ফলও মিলেছে হাতে হাতে। দেশের তরুণ শিক্ষিত শ্রেণী যারা ইতোমধ্যেই ক্ষমতা ও প্রভাবের অবস্থানে অধিষ্ঠিত হতে শুরু করেছে তাদের সিংহভাগ দেশ বা দুনিয়ার ইতিহাস সম্পর্কে একেবারে বকলম।

কিন্তু আমরা ইতিহা... ইতিহাস আমাদেরকে ছাড়... আত্মপরিচয়ের তাগিদেই ... মানুষের মধ্যে রয়েছে নি... নেপথ্যকথা জানার ব্যাকু... মানুষের মধ্যে প্রশ্ন অনেক... এষণাও তীব্রতর। ফলে ... ব্যাপারীদের মেলা বসে গে... দেশে। ইতিহাস বিকৃতিতে ... বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। ধান্ধাবাজরা তাদের পত্রপত্রিকা ও ...ন স্বকপোলকল্পিত ইতিহাস ...ঃ চলেছে নিরন্তর। চোখের সামনে জলজ্যান্ত মুক্তিযুদ্ধ ও ...র অনুসঙ্গকে প্রতিনিয়ত জ...ন করছেন দেশের প্রখ্যাত ... ও একাংশ এবং জ্ঞানপাপীহ কতিপয়। খোদ মুক্তিযুদ্ধের অবস্থা তখন বৃহত্তর ইতি...ল যে কি ভয়ংকর তা সহ... এভাবে ইতিহাসের রগ ... জাতীয় বিভ্রান্তি এখন চরমে, ... সংকটে হাবুডুবু খাচ্ছে জাতি... একটাই। ইতিহাসকে তার স্ব... আনা, যাতে সাক্ষরতা বৃদ্ধির ... দেশের ভাবী প্রজন্ম প্রথম থেকে ... চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে আত্মম... বিশ্বসংবেদী জাতিরূপে গড়ে উঠবে ...

যাহোক, আবার শি· নী· প্র· ... কথায় আসি। রাশেদ আহমেদের ... কমিটির খসড়ায় 'স্কুল, মাদ্রাসা ... গার্টেন ও ইংরেজি মাধ্যমে অভিন্ন ... চালুর কথা বলা হয়েছে।' ... বোধগম্য হলো না। স্কুল ও ... পাঠ্যক্রমে যদি কোন পার্থক্য না থাকে, ... দুই ধরনের প্রতিষ্ঠান রাখার ... তাদের বিশেষত্বই বা কি হবে তাহলে ...

এর চেয়ে বড় আর একটি বিষয় ... উচ্চতম স্তরে এম·ফিল উঠিয়ে দি... পিএইচ-ডি ডিগ্রি চালু রাখার সু... এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দেয়া ... ডিগ্রি সাধারণত গবেষণাভিত্তিক ... রচনামূলক পরীক্ষা ও কথঞ্চিৎ মৌ... পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে দেয়া। এই ...